দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN. 10 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগে 'টিচার্স সিলেকশন বোর্ড' প্রসঙ্গে

দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজসমূহে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের জন্য সরকার টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড/সিলেকশন বোর্ড গঠনের কথা ভাবছেন বলে পত্রিকান্তরে খবর প্রকাশ হয়েছে। শিক্ষার মান শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাসমূহে ব্যতিক্রম বাদে শিক্ষক নিয়োগ হয় বিদ্যালয়/মাদ্রাসা কমিটির লোকজনের আত্মীয়তা বা অন্যবিধ ম্যানেজ হওয়ার আনুকূল্যে। কোনো রকমে তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্তরাও নিয়োগ পাচ্ছেন। যারা শিক্ষা দেবেন তারা তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত হলে তাদের শিক্ষায় ভালো প্রোডাক্ট আসার সম্ভাবনা কতটুকু, সে বিষয়ে ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কয়েক বছর আগে মাত্র ছয় হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য এক লক্ষ প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষা নিয়েও ছয় হাজার পাস করানো যায়নি। এই অবস্থায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক নিয়োগে সরকার যে সচেতন উদ্যোগ নিয়েছেন সেজন্য ধন্যবাদার্হ।

তবে শুধু মাধ্যমিক বিদ্যালয় নয়, মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষার মান বিদ্যালয় থেকে আরও খারাপ। তাই মাদ্রাসা-শিক্ষক নিয়োগেও সরকারের এই পরিকল্পনা কার্যকর করা জরুরী। শিক্ষক নিয়োগের জন্য সরকারের এই পরিকল্পনাকে ফলপ্রসূ ও কার্যকর করার জন্য ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমার কতিপয় প্রস্তাব আছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়ঃ (এক) মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ এবং মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষক-নিয়োগের জন্য প্রতি দুই বছর অন্তর কেন্দ্রীয়ভাবে একটি পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। (দুই) স্বচ্ছতার স্বার্থে এই পরীক্ষা গ্রহণের কাজটি একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে। লিখিত পরীক্ষায় পাসকৃতদের তালিকা সেই প্রতিষ্ঠানটি মেধাক্রম অনুযায়ী শিক্ষা অধিদপ্তরকে দেবে। অবশ্য যাবতীয় খরচ সরকার বহন করবেন। পোস্টাল অর্ডার চেয়ে চাকরি প্রার্থীদের কাছ থেকে খরচটা তোলা যেতে পারে। (তিন) মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক, জেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বিভাগীয় শিক্ষা অফিসার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জেলা কর্মকর্তার সমন্বয়ে জেলা পর্যায়ে গঠিত একটি করে কমিটির মাধ্যমে মৌখিক পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। তবে মৌখিক পরীক্ষা না নিলেও চলে। মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলসহ চূড়ান্ত মেধাক্রম মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পত্রিকায় প্রকাশ করবে এবং অংশগ্রহণকারীদেরকে পাসের একটি সার্টিফিকেট দেবে। (চার) যে কোন বিদ্যালয়/মাদ্রাসা কোন শিক্ষক নিয়োগ করতে চাইলেই এই সার্টিফিকেটধারীদের মধ্য থেকে নিয়োগ দেবেন। (পাঁচ) নিয়োগ দেবার আগে প্রার্থী কর্তৃক পেশকৃত সার্টিফিকেটের কপি মন্ত্রণালয়/জেলা প্রশাসকের সত্যায়নের মাধ্যমে পাস সম্পর্কে বিদ্যালয়/মাদ্রাসা নিশ্চিত হয়ে নেবে।

উপযুক্ত শিক্ষক আকর্ষণ ও তাঁদের ধরে রাখার জন্য আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে বাড়ী ভাড়া আপাততঃ ২৫% হারে দেয়া যেতে পারে। ধীরে ধীরে এই শতাংশ জমিতেই হতে পারে। অন্যথায় অস্থানীয় মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় আসবেন না। এলেও বিকল্প ভালো সুযোগ পেলেই চলে যাবেন। বাড়তি আর্থিক সুযোগ কেবল সিলেকশন বোর্ড কর্তৃক সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত শিক্ষকরাই পাবেন। তবে বর্তমানে কর্মরতদের জন্য আয়োজিত পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ওই সুযোগের আওতায় আসতে পারার ব্যবস্থাও থাকতে হবে। আর কোন তৃতীয় শ্রেণী/বিভাগপ্রাপ্তদের এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ আপাতত না রাখা। কোন প্রতিষ্ঠানের মোট শিক্ষকের ২৫%-এর বেশী ইন্টারমিডিয়েট পাস হতে পারবে না–এই নিষেধাজ্ঞাও থাকতে পারে। নিঃসন্দেহে এই ব্যবস্থায় ব্যয় বাড়বে। কিন্তু উন্নত জনগোষ্ঠী, শ্রমিক, কর্মচারী ও আমলা সরবরাহের ফলে জাতি অপরিমেয় সুবিধা পাবে, যা বহুবিধ জটিল সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিরসনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। সরকারের একান্ত সদিচ্ছাপ্রসূত টিচার্স সিলেকশন বোর্ডের কার্যক্রম যত তাড়াতাড়ি শুরু করা যায় ততই জাতির জন্য মঙ্গল।

আব্দুল মজিদ খান,
গ-৬/১৫ বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী,
মতিঝিল সার্কুলার রোড,
ঢাকা ১০০০।